কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৯ ❑ সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ❑ ২০১৬ খ্রি. ❑ ১৭ ভাদ্র- ১৬ কার্তিক ❑ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
নুরুজ্জামান
সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

প্রকাশক
শেখ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

১৬ অক্টোবর ২০১৬ বিশ্ব খাদ্য দিবস। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতিবছর এ দিবসটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার ও মেলার আয়োজন করা হয়। ১৬-১৮ অক্টোবর বিএআরসি চত্বরে খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। খাদ্য মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টল সমূহের মধ্যে বিএডিসি'র স্টল এককভাবে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ''জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাদ্য ও কৃষিও বদলাবে।'' আজকের বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে এবং পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সংকট মোকাবেলার পাশাপাশি অনুন্নত দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এ বছরও বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই বিএডিসি'র মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি'র গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ; ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে। ''যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য''। এ স্লোগানকে সামনে রেখে বিএডিসি ক্ষুধা জয়ের নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভেতরের পাতায়.....

প্রযুক্তির ব্যবহারে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে- অর্থমন্ত্রী ০৩
তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন টিএসপি ও ডিএপি সার আমদানির চুক্তি সম্পাদন..... ০৫
খাদ্য মেলা ২০১৬ এ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার লাভ..... ০৬
পরিবর্তিত জলবায়ুতে বিএডিসি'র বীজ, সার, সেচ কার্যক্রম..... ০৮
সাফল্যের পূর্বশর্ত গতিশীল প্রশাসন ১২
২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রম..... ১৫
অগ্রহায়ণ- পৌষ মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

প্রযুক্তির ব্যবহারে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে- অর্থমন্ত্রী

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন, জমির পরিমাণ কমলেও প্রযুক্তির ব্যবহারে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। অতীতে আমরা ১ কোটি ১০ লাখ টন খাদ্য উৎপাদন করতাম। এখন ৩ কোটি ৮০ লাখ টন খাদ্য উৎপাদন করছি। আজ আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং চাল রপ্তানিও করছি।

গত ১৬ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা গত বছর চাল রপ্তানি করেছি। আমরা বছরে ৯২ লাখ টন আলু উৎপাদন করছি। উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি আমাদের খাদ্যের গুণাগুণেও পরিবর্তন হয়েছে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসছে। আমাদের গবেষণায় যে উদ্দীপনা আছে, তাতে করে আমরা কৃষি উৎপাদন আরো বাড়াতে পারব।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি ও মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মো. কামরুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি এবং এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাইক রবসন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের কৃষি আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদের জমি কমছে, মানুষ বাড়ছে। আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করছেন। পাশাপাশি সরকার গবেষণার ক্ষেত্রে প্রণোদনাও দিচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ ব্রিডিং, মিউটেশন ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস ও লবণ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। হাইব্রিডের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশে হাইব্রিড ফসল চাষ হোক তাও এক সময় কেউ চায়নি। আমরা হাইব্রিডকে অনুমোদন দিয়েছি, যার সুফল জনগণ এখন পাচ্ছে। হাইব্রিড ফসল বর্তমানে খাদ্য চাহিদা পূরণে বড় অবদান রাখছে। এখন আমরা জিএমও ফসল উৎপাদনের দিকে যাবো। আমরা সম্ভাব্য সকল ক্ষতি পরিহার করেই জিএমও নিব। উৎপাদন ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সার, বীজ, কীটনাশক কৃষকের কাছে সহজলভ্য হয়েছে। সরকার যথাসময়ে এসব উপকরণ পৌঁছে দিচ্ছে বলেই আমাদের উৎপাদন বেড়েছে। আজকে ১৬ কোটি মানুষের দেশে আমরা চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছি এবং বছরে ২ লাখ মে. টন চাল রপ্তানির সক্ষমতা অর্জন করেছি। সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ন্যায্যমূল্যও নিশ্চিত করেছে। এবারে খাদ্য মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ৭ লাখ মে. টন ধান ক্রয় করেছি। তিনি আরো বলেন, আমাদের আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। আগে একটি ফসল হলেও, এখন দুই থেকে তিনটি ফসল আবাদ হচ্ছে। ফলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বেড়েছে অনেক গুণ। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনার ফলে এ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষকরা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে প্রাকৃতিক জয় করতে পেরেছে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এম. এ সাত্তার মন্ডল, প্রাক্তন সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন ও সাবেক উপচার্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ। কৃষি মন্ত্রণালয় ও

(বাকী অংশ ০৪ পৃষ্ঠায়)

বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ২৪-২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে পাটবীজ বিভাগের কর্মকর্তাদের "পাটবীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ পদ্ধতি এবং বিষয়ে রেজিষ্টার লিখন ও প্রতিবেদন প্রনয়ণ" শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিরপুরস্থ বীজ ভবনের প্রশিক্ষণ কক্ষে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগের উপসহকারী পরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালকগণ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ২-দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এএসসি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মুজিবর রহমান, ব্যবস্থাপক (পাটবীজ), যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ) এবং যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার)। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ), মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ), বিশ্বাস কুতুব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি), রাজেন আলী মন্ডল, ব্যবস্থাপক (পাটবীজ), ড. মোঃ আলী আকবর, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, ঢাকা, মোঃ ওবায়েদুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (বীবি) এবং আশুতোষ লাহিড়ী, যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার), ঢাকা। দীর্ঘদিন পর পাটবীজ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে প্রশিক্ষণার্থীগণ উৎসাহিত হয়েছেন। পাটবীজ বিভাগের গতানুগতিক বীজ উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে যুগপোযোগী পাটবীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ পদ্ধতি এবং বিষয়ে রেজিষ্টার লিখন ও প্রতিবেদন প্রনয়ণে জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন যা প্রশিক্ষণে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশিক্ষন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

প্রযুক্তির ব্যবহারে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিজ্ঞানী, গণমাধ্যমকর্মী প্রমুখ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

এবারের খাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ''জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাদ্য ও কৃষিও বদলাবে'' (Climate is changing. Food and Agriculture must too.) বিএডিসি'র চেয়্যারম্যান জনাব মো. নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বখাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনে দক্ষিণ প্লাজা থেকে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ১৬-১৮ অক্টোবর, অনুষ্ঠিত খাদ্য মেলায় বিএডিসিসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। বিএডিসি'র চেয়্যারম্যান জনাব মো. নাসিরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মো. আব্দুল জলিলসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি-স'র স্টল পরিদর্শন করেন। বিএডিসি'র স্টলে হাইব্রিড ও উচ্চফলনশীল জাতের বীজ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহনশীল বীজ, বিভিন্ন প্রকার ডাল ও তৈলবীজ, আলুবীজসহ বিভিন্ন জাতের দেশি বিদেশি ফল প্রদর্শিত হয়। এছাড়া ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ কার্যক্রম, ভূপরিস্থ সেচনালার (বারিড পাইপ) মডেল, মিছাখালী রাবার ড্যামের মডেলসহ বিভিন্ন সেচ কার্যক্রম প্রদর্শিত হয়।

মেধাবী মুখ

পৃথ্বিরাজ দাস

* পৃথ্বিরাজ দাস ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধীণে সিলেটের এম.সি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ -৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সিলেট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ -৫ পেয়েছিল। পৃথ্বিরাজ বিএডিসি'র হিসাব বিভাগের সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (নগদান) জনাব প্রেমতোষ দাস এর ছেলে। সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

নুসরাত জাহান নাবা

* নুসরাত জাহান নাবা ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে নরসিংদী সরকারি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাবা বিএডিসি কৃষি ভবনের সাধারন পরিচর্যা বিভাগের গুদাম রক্ষক জনাব মো. মাজহারুল হক এর কনিষ্ট কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন টিএসপি ও ডিএপি সার আমদানির চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশে টিএসপি ও ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিএডিসি তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে মোট ৫ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন নন-ইউরিয়া সার আমদানির চুক্তি করেছে। বিএডিসি চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে টিএসপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিউনিশিয়া হতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন (২ লক্ষ মে.টন নিশ্চিত এবং ৫০ হাজার মে.টন অপশনাল) টিএসপি সার আমদানি করতে যাচ্ছে। গত ১৮ অক্টোবর'২০১৬ তারিখে বিএডিসি ও Group Chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া উভয়ের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তিউনিশিয়া সফরে যায়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব পুলক রঞ্জন সাহা এবং বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহাম্মদ মাহ্ফুজ-উল-হক প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করছেন Group Chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক Romdhane Souid এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। ছবিতে কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহসহ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে দেখা যাচ্ছে

তাছাড়া বাংলাদেশে টিএসপি ও ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মরক্কো হতে ২ লক্ষ মে.টন (১.৫ লক্ষ মে.টন নিশ্চিত এবং ৫০ হাজার মে.টন অপশনাল) টিএসপি ও ১ লক্ষ মে.টন (৫০ হাজার মে.টন নিশ্চিত এবং ৫০ হাজার মে.টন অপশনাল) ডিএপি সার আমদানির চুক্তি হয়।

চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করছেন OCP, S.A. মরক্কো এর চেয়ারম্যান ও এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, কমার্শিয়াল এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। ছবিতে কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহসহ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে দেখা যাচ্ছে

গত ২৫ অক্টোবর'২০১৬ তারিখে বিএডিসি ও OCP, S.A. মরক্কো উভয়ের মধ্যে পৃথক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মরক্কো সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব পুলক রঞ্জন সাহা এবং বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের মহা ব্যবস্থাপক জনাব মুহাম্মদ মাহ্ফুজ-উল-হক প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সুষম সার ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন।

খাদ্য মেলা ২০১৬ এ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার লাভ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে রাজধানীর ফার্মগেটে বিএআরসি চত্বরে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী খাদ্য মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলসমূহের মধ্যে এককভাবে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টল প্রথম পুরস্কার লাভ করে। বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আলী আসগর

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল চত্বরে খাদ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম এর কাছ থেকে বিএডিসি'র পক্ষে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেন সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আলী আসগর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন। উল্লেখ্য এবারের খাদ্য মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাদ্য এবং কৃষিও বদলাবে"। ১৬-১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত খাদ্যমেলায় বিএডিসি'র স্টলে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বিভিন্ন মডেল, হাইব্রিডসহ উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজ, সংস্থার খামারে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি প্রদর্শন করা হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও সংস্থার সচিব জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ আব্দুল জলিলসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন।

হাইব্রিড ধানবীজ এর উপর বীজ ডিলার ও চাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

চলতি ২০১৬-১৭ বোরো মৌসুমে বিএডিসি ও SL Agritech Corporation, Philippines কর্তৃক যৌথভাবে উৎপাদিত SL-8H জাতের হাইব্রিড ধানবীজের দেশব্যাপী বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চাষী, বীজ ডিলার, বিএডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের মাঝে জাতটির ব্যাপক পরিচিতি ও চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিক্রয় কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে বিক্রয় প্রবর্ধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। SL-8H জাতের হাইব্রিড ধানবীজের ব্যাপক প্রচারের জন্য ১২ টি বীজ বিপণন অঞ্চলের চাষী, বীজ ডিলার, বিএডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দেশের ৭টি স্থান যেমন- বরিশাল, খুলনা, জামালপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, পাবনা এবং রংপুরে অনুষ্ঠিত হলো বীজ ডিলার ও চাষী সমাবেশ । প্রতিটি সমাবেশে প্রায় ৬০ জন চাষী ও বীজ ডিলার উপস্থিত ছিলেন। বিএডিসি'র সদর দপ্তর থেকে ব্যবস্থাপক/অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের একজন করে কর্মকর্তা উক্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। বরিশাল চাষী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মজিবুল হক, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (কঃগ্রোঃ), সাতক্ষীরায় উপস্থিত ছিলেন আবু রায়হান মোঃ তারিক, ব্যবস্থাপক (বীবি), জামালপুরে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ এজাজ হোসেন, ব্যবস্থাপক (উন্নয়ন), কুমিল্লায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ আলী আসগর, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি), ফরিদপুরে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বাস কুতুব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি), পাবনায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ গোলাম কিবরিয়া, ব্যবস্থাপক (খামার) এবং রংপুরে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ), পূর্বাঞ্চল।

ভাল বীজে
ভাল ফসল

বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলীর অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের ক্ষুদ্রসেচ উইং এর ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরী গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করেন। তাঁর অবসরোত্তর ছুটি গমন উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ উইং ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) দপ্তরে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ), বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব রওনক মাহমুদ, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) এবং জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, সচিব, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব উত্তম কুমার রায়, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি'র আরো উপস্থিত ছিলেন নবাগত প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্রসেচ উইং এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ।

বিদায়ী অতিথির কর্মময় জীবনের কার্যক্রমের ওপর স্মৃতিচারণ করেন। বিদায়ী অতিথি জনাব মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে জানান তিনি ১৯৮৩ সালে এপ্রিল মাসে সংস্থায় যোগদান করেন। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে কারো মনঃকষ্টের কারণ হয়ে থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি উপস্থিত প্রকৌশলীদের সংস্থার প্রতি আস্থাশীল থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে বাস্তবানের আহবান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথির কর্মকালিন কার্যক্রম নিয়ে বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে বিদায়ী অতিথিকে ক্ষুদ্রসেচ উইং এর পক্ষ হতে ক্রেস্ট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) এবং সংস্থার পক্ষ হতে ক্রেস্ট প্রদান করেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) পদে জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম গত ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বিএডিসি'র সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। এর পূর্বে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স), এমএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৮ম ব্যাচের একজন সদস্য হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপসচিব হিসেবে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৫ মে. টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ২০১৬ মোট ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৫ মে. টন নন ইউরিয়া সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করেছে এবং গত দুই মাসে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৮৮৩ মে. টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৪৬ হাজার ১৩২ মে. টন, এমওপি ৮৮ হাজার ১৪৩ মে. টন এবং ডিএপি ২৫ হাজার ৭৯০ মে. টন। ১ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৭৭ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিএডিসি কৃষক পর্যায়ে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৩ মে. টন বিভিন্ন ফসলেরবীজ বিতরণ করেছে

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃষক পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৩ মে. টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত ধান বীজের মধ্যে আউশ ১ হাজার ৫২২ মে. টন, আমন ১৯ হাজার ৫২৫ মে.টন, বোরো ৫২ হাজার ৯৫১ মে. টন ও বোরো হাইব্রিড ৬০৯ মে. টনসহ মোট ৭৪ হাজার ৬০৭ মে. টন ধানবীজ রয়েছে। এছাড়া গম বীজ ২০ হাজার ৮৮৬ মে. টন ও ভুট্টা ৫৬ মে. টন। অন্যান্য বীজের মধ্যে আলু বীজ ২৫ হাজার ১৩৪ মে. টন, পাট বীজ ৭২৫ মে. টন, ডাল বীজ ১ হাজার ৩১৪ মে. টন, তৈল বীজ ১ হাজার ১৮৮ মে. টন, সবজি বীজ ৭৬ মে. টন ও মসলা বীজ ৪৭ মে. টন। সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

শোক সংবাদ

যুগ্মপরিচালক (সার) এর কার্যালয়,বিএডিসি রাজশাহী দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি রাজশাহী দপ্তরের সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা জনাব কে এম আজিজুর রহমান গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

পরিবর্তিত জলবায়ুতে বিএডিসি'র বীজ, সার, সেচ কার্যক্রম

মো: নাসিরুজ্জামান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বিএডিসি

মো: নাসিরুজ্জামান

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের অন্যতম। জার্মান ওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত "বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক-২০১৬" অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বোচ্চ ঝুঁকির সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছয় নম্বরে। ভবিষ্যতে এই ঝুঁকির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে যে পরিচিতি লাভ করেছে; জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি অর্থনীতির এ গতি পথে অন্যতম বাঁধা। এ ছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি বড় ধরনের হুমকি। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় কৃষিক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হয়েছে যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত পরিবর্তিত জলবায়ুতে চাষযোগ্য জাত অর্থাৎ প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য জাতীয় বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কাজ একনিষ্ঠভাবে করে যাচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে আমন, বোরো এবং গম বীজ ফসলের প্রচলিত যে সব প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে তা নিম্নে সন্নিবেশন করা হলো।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	প্রতিকূলতা সহিষ্ণুর ধরণ/প্রকৃতি
১	২	৩	৪
১	গম	ক) বারিগম ২৫,বারিগম ২৬, বারিগম ২৭ ,বারিগম ২৮	খরা সহিষ্ণু
২	আমন	ক) ব্রিধান ৩৩,ব্রিধান ৫৬, ব্রিধান ৫৭, বিনা ধান ৭ খ) ব্রিধান ৪০ ব্রিধান ৪১, ব্রিধান ৫৩, ব্রিধান ৫৪, ব্রিধান ৫৫, বিআর ২২, বি আর ২৩ গ) ব্রিধান ৫১, ব্রিধান ৫২	খরা সহিষ্ণু লবণাক্ততা সহিষ্ণু জলমগ্নতা সহিষ্ণু
৩	বোরো	ক) ব্রিধান ২৮ খ) ব্রিধান ৪৭, ব্রিধান ৬১, ব্রিধান ৬৭, বিনাধান ১৪	ফ্লাশফ্লাড সহিষ্ণু লবণাক্ততা সহিষ্ণু

১। প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বীজ উৎপাদনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যেটি কৌলিক বিশুদ্ধতা (Genetical purity) বজায় রেখে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে আবাদ মৌসুম শুরুর আগে চাষিদের দোরগোড়ায় পৌছে দিয়ে থাকে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্ন বর্ণিত লক্ষ্য উদ্দেশ্যে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের বীজ বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদন করা হচ্ছে ঃ

লক্ষ্যঃ প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বোরো ধান, আমন ধান ও গম বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলসহ উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকার চাষীদের অধিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্য ঃ ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি হতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের যে চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাব কৃষিকে আরও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। উপর্যুপরি বন্যা, প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি কারণে একদিকে যেমন ফসলহানি ঘটে অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার প্রভাব ফসল আবাদকে অলাভজনক করে তুলেছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের ধান এবং খরা সহিষ্ণু জাতের ধান ও গম বীজ পরিবর্ধন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং ঐ সব আঞ্চলিক এলাকার কৃষকদের নিকট বিতরণ করে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতসহ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্যক্রম। এর ফলে জমির Horizontal expansion এবং ফলনের Vertical expansion সম্ভব হবে যা দেশের স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২। বিগত ৫(পাঁচ) বৎসরে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য জাতীয় বীজ উৎপাদনে বিএডিসি'র সাফল্য ঃ

বিএডিসি মাঠ পর্যায়ে চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন, ধান গম ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এবং অতিসম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প এর মাধ্যমে বোরো, আমন এবং গম বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করে থাকে। বিগত ৫ বছরে বিএডিসি কর্তৃক বোরো, আমন ও গম বীজ বিতরণের বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(বাকী অংশ ০৯ পৃষ্ঠায়)

(০৮ পৃষ্ঠা এর পর)

ছক কঃ বিগত ৫ বছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বোরো বীজ বিতরণের প্রতিবেদন (হিসাব ঃ টনে)

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বিনাধান-১৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৫.১১৮	১২.৪১৩
ব্রিধান-২৮	৩০,৭৩৩.৭৭০	২৪,২০৬.০৫৯	২৫,৬৬১.৭৪৪	২৬,৫৯৯.১৮৮	২৮,৬২৪.৫৯৭
ব্রিধান-৪৭	৩৮৬.৪৭৫	২৬৯.৮৩৮	২৩১.৫১০	৩৩০.৯৬০	২৬৪.৪৩০
ব্রিধান-৬১	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৬.২১৫
ব্রিধান-৬৭	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
বছর ভিত্তিক মোট বিতরণ	৩১,১২০.২৪৫	২৪,৪৭৫.৮৯৭	২৫,৮৯৩.২৫৪	২৬৯৫৫.২৬৬	২৮৯০৭.৬৫৫
বছরে গড় বিতরণ	২৭৪৭০.০০০				

ছক খঃ বিগত ৫ বছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রতিকূলতা সহিষ্ণু আমন বীজ বিতরণের প্রতিবেদন (হিসাব ঃটনে)

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বিনাধান-৭	৩,২৩৩.৬১০	১,৪৮০.৪৮০	২,২০৮.০৫৫	২,৩২৩.৩২৬	২,০৮৮.৩৬৬
বিআর-২২	৯৫৭.০৮৫	১,১০৮.৮৮০	১,০৮৯.৩৬০	৮১৫.৭২০	৮৩৩.৩২০
বিআর-২৩	১,৯৩০.৪৬৬	১,৯২০.১৯৩	১,৯২৩.৪৮০	১,৭৫০.২৫৫	১,৫৭৬.৮৩৫
ব্রিধান-৩৩	৬৪৯.৩০৫	৩০০.৮৪০	৪৪৩.৯৩৫	৪৯৯.৯৭০	৪১২.৫৬৮
ব্রিধান-৪০	৪৯১.৭৩৫	৩৮১.০১০	২০৮.১৫১	১৫৫.৯২৩	৮.৭১০
ব্রিধান-৪১	১০৩.১৩০	৩৪৫.৪২২	১৭০.৭১৯	১২৮.৮২৭	৯১.২২৭
ব্রিধান-৫১	১০১.৬৭০	৪৩৫.৭৬৬	৩৯৬.৩৩১	৫৫৬.৭২০	৪৮০.৭৪২
ব্রিধান-৫২	৭১.১৭৫	৫০৮.৪০৫	১,০২০.৬৩০	১,২৭২.০০৭	৭৩০.১০০
ব্রিধান-৫৩	০.৮০৫	৮.৫৪০	৪৪.৩৫০	৫৪.৬৪৫	৪৫.৪৮৫
ব্রিধান-৫৪	০.৭৮০	৩১.০১০	৩৫.২৩৭	৪১.৭৯২	৪৬.৮০৬
ব্রিধান-৫৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ব্রিধান-৫৬	০.০০০	১.৯৮৫	১৪০.৮৩৯	১৬২.৪৮৭	৮২.৯৫৫
ব্রিধান-৫৭	০.০০০	২.৪৬৩	১৭.৩৩০	৬০.৩৩২	৪৭.০০৫
বছর ভিত্তিক মোট বিতরণ	৭৫৩৯.৭৬১	৬৫২৪.৯৯০	৭৬৯৮.৪২০	৭৮২০.৫০০	৬৪৪৪.১২০
বছরে গড় বিতরণ	৭২০৫.০০০				

ছক গঃ বিগত ৫ বছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রতিকূলতা সহিষ্ণু গম বীজ বিতরণের প্রতিবেদন (হিসাব ঃটনে)

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বারি গম-২৫	০.০০০	৮১.৬৭০	১৩১১.৬৫৫	১২৭৩.০৫৮	৩৫৮২.৬৬৫
বারি গম-২৬	০.০০০	১০৩.৯২৫	১৫৫৭.৫৮৫	১৪৭৮.৫৩৫	৫০০২.৭১৫
বারি গম-২৭	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৭২.৩০৫
বারি গম-২৮	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১০২.৮৮৫
বছর ভিত্তিক মোট বিতরণ	০.০০০	১৮৫.৫৯৫	২৮৬৯.২৪	২৭৫১.৫৩৯	৮৭৬০.৫৭
বছরে গড় বিতরণ	২৯১৩.০০০				

ছক ঘঃ সারসংক্ষেপ

ফসলের নাম	বীজ বিতরণের পরিমান (মে.টন)	হেক্টর প্রতি বীজ ব্যবহার (কেজি)	আবাদের পরিমাণ (হেক্টর)	প্রতিকূলতা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহারে উৎপাদনের পরিমাণ (মে.টন)	স্থানীয় জাত ব্যবহারে উৎপাদনের পরিমাণ (মে.টন)	প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ভাল জাতের বীজ ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধির পরিমাণ (মে.টন)	ফসলের টন প্রতি বিক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ফলন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত আয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮	৯
বোরো	২৭৪৭০.০০০	২৫	১০,৯৮,৮০০	৫৪,৯৪,০০০	৩৮,৪৫,৮০০	১৬,৪৮,২০০	০.২০	৩২৯৬৪০.০০
আমন	৭২০৫.০০০	২৫	২,৮৮,২০০	১১,৫২,৮০০	৮,৬৪,৬০০	২,৮৮,২০০	০.২০	৫৭৬৪০.০০
গম	২৯১৩.০০০	১৬০	১৯,৪২০	৪৮,৫৫০	৩৮,৮৪০	৯৭১০	০.৩০	২৯১৩.০০
মোট	৩৭,৫৮৮.০০০		১৪,০৬,৪২০	৬৬,৯৫,৩৫০	৪৭,৪৯,২৪০	১৯,৪৬,১১০		৩,৯০,১৯৩.০০

(বাকী অংশ ১০ পৃষ্ঠায়)

(০৯ পৃষ্ঠা এর পর)

উপরের বর্ণিত ছক ক, খ, গ, ঘ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ সন হতে ২০১৫-১৬ সন পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছরে প্রতি বছর গড়ে ২৭৪৭০ মে.টন বোরো, ৭২০৫ মে.টন আমন এবং ২৯১৩ মে.টন গম সর্বসাকূল্যে ৩৭,৫৮৮ মে.টন বীজ চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিকূলতা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করে লবনাক্ততা, খরা, তাপমাত্রা ও জলমগ্ন এলাকায় ফলন বৃদ্ধি হয়েছে ১৯,৪৬,১১০ মে.টন এবং অতিরিক্ত ফলন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত আয় হয়েছে ৩৯০১৯৩.০০ লক্ষ টাকা যা ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি তথা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৩। প্রতিকূলতা সহিষ্ণু চাষাবাদে পারিপার্শ্বিক প্রভাব ঃ

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের চাষাবাদের কারণে বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ঃ

(ক) দারিদ্র বিমোচনে প্রভাবঃ লবণাক্ত, খরাপ্রবণ, জলমগ্ন ও দারিদ্রপীড়িত এলাকায় ফসল উৎপাদন অলাভজনক হওয়ায় কৃষকরা ফসল উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কৃষকরা চাষাবাদে পুনরায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। এতে করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি চাষীরাও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে।

(খ) নারী ও শিশুদের কল্যাণে প্রভাবঃ এ প্রকল্পের আওতায় ফসল উৎপাদনসহ বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে এবং আগত ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আশাবাদ জাগ্রত হচ্ছে।

সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ

সার ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসি'র মাধ্যমে সার বিপণন কার্যক্রমের সূচনা ঘটে ষাটের দশকে। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে বিএডিসি কৃষকদের নিকট সার বিক্রি, ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ শুরু করে। ১৯৬২-৬৩ সালে ৫০,০০০ মে. টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়। বিএডিসি কর্তৃক তখন থেকে সারাদেশে থানাভিত্তিক সার বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সার বিপণন কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৮৯-৯০ সালে সারা বাংলাদেশে সার ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ মে. টনে। সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে ১৯৯২ সাল থেকে সার আমদানি ও বিপণন কার্যক্রম বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়। বেসরকারি খাতের মাধ্যমে নন-ইউরিয়া সারের মজুদ ও বিপণন কাজে ব্যর্থতার কারণে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পুনরায় বেসরকারি খাতের পাশাপাশি বিএডিসিকে সীমিত আকারে টিএসপি ও এমওপি সার আমদানি ও বিপণনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, টিএসপি ও এমওপি সারের আমদানি ও বিপণনের কাজে সফলতার কারণে ২০১০-১১ অর্থবছরে বিএডিসিকে ডিএপি সার আমদানি ও বিপণনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিএডিসি'র মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া হতে টিএসপি, মরক্কো হতে টিএসপি ও ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করা হচ্ছে। বিগত ৭ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে টিএসপি ১৯.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ২২.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৫.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন সর্বমোট ৪৭.২২ লক্ষ মেট্রিক টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ১৯.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ২০.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৫.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন সহ সর্বমোট ৪৫.১২ লক্ষ মেট্রিক টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসি'র ২১ টি সার অঞ্চলের ৪৯ টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মোতাবেক সারা দেশব্যাপী বিএডিসি নিবন্ধিত সার ডিলারের মাধ্যমে সার বিক্রয়/বিতরণ করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম:

ষাটের দশকে বিএডিসি'র যাত্রা শুরু হয় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারপূর্বক সেচ প্রদান করে বোরো ধান উৎপাদনের মাধ্যমে। বর্তমানে দেশের দানাদার খাদ্যের প্রায় ৫৫% উৎপন্ন হচ্ছে এই সেচ নির্ভর বোরো ধান আবাদ করে। শুষ্ক মৌসুমে যেমন পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্য দিকে তেমনি নদ-নদীর পানির তেমন কোন প্রবাহ থাকে না। এর মূল কারণ হচ্ছে উজানের দেশগুলো হতে নদ-নদীর পানি প্রত্যাহার। ফলে বিএডিসিকে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এজন্য ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে গভীর নলকূপ এবং ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে সেচকাজ করতে হয়। বর্তমানে ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ২২% এবং ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে ৭৮% জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিঃ মৌসুমী আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশের জুন থেকে অক্টোবর মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যার পরিমাণ ১৪০০-৬৪০০ মিলিমিটার। বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩০০ মিলিমিটার। কিন্তু এ বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায় না। আবার শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টির পরিমাণ মাত্র ৪০-১৪০ মিলিমিটার (ইসলাম, ১৯৯৭)। রোপা আমন বৃষ্টি নির্ভর ফসল। কিন্তু আমন মৌসুমে অতিবৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয় আবার অনাবৃষ্টির কারণে খরা দেখা দেয়। খরার কারণে রোপা আমনের ফলন ২৫-৫০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায়।

বন্যা/আকস্মিক বন্যাঃ বাংলাদেশে প্রায় ৩১০টি নদী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৪টি নদীর উৎপত্তিস্থল ভারত, ৩টির উৎপত্তি মায়ানমার থেকে (BWDB, 2011)। বাংলাদেশের উপর দিয়ে বৎসরে প্রায় ১০৭৩ মিলিয়ন একর ফিট (MAF) পানি প্রবাহিত হয় যা গভীরতায় হিসেব করা হলে বাংলাদেশের ভূভাগের উপর ৩০ ফিট উচ্চতার পানি হবে। এত পানি প্রবাহিত হওয়ার পরও শুষ্ক মৌসুমে ভূপরিস্থ পানির উৎস হতে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায় না। কারণ শুষ্ক মৌসুমে নদীগুলোতে মাত্র ৯০,০০০ কিউসেক প্রবাহ থাকে (Rashid, ১৯৯৭)। আবার আকস্মিক বন্যায় মাঠের পাঁকা ফসল তলিয়ে কৃষককে সর্বস্বান্ত করে ফেলে।

ভূপরিস্থ পানির পরিমাণ হ্রাসঃ প্রধান খাদ্য শস্য বোরো ধান আবাদ হয় শুষ্ক মৌসুমে।

(বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

(১০ পৃষ্ঠা এর পর)

দেশের প্রধান নদীগুলো প্রতিবেশী দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় উজানের পানি প্রত্যাহারের কারণে নদ-নদী শুকিয়ে যায় ফলে সেচের জন্য ভূপরিস্থ পানি থাকে না।

যেখানে ১৯৮৪ সালে ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচের পরিমাণ ছিল ৮০% এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের পরিমাণ ছিল ২০%। বর্তমানে তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ লাভ করে ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ২২% এবং ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে ৭৮% সেচ দেয়া হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির নিম্নগামিতা: সেচ, গৃহস্থালী ও পানীয় হিসেবে এবং শিল্প কারখানায় পানির ব্যবহারের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরনের পরিমাণ প্রায় ৫১.৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (BCM) (Rashid, ১৯৯৭)। বিএডিসি'র জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের ২০১৪-১৫ সালের সেচকৃত এলাকার তথ্য থেকে ৫৪ লক্ষ হেক্টর জমি সেচ প্রদানে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ হতে যথাক্রমে প্রাক্কলিত প্রায় ১৫ ও ৫৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। কিন্তু বর্ষাকালে সে পরিমাণ পুনর্ভরণ না হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল অত্যধিক নিচে চলে যাচ্ছে। ফলে সেচের জন্য ব্যবহৃত প্রায় ৪ লক্ষ অগভীর নলকূপ অকার্যকর হয়ে পড়ছে এবং কোন কোন এলাকায় গভীর নলকূপও পানি উত্তোলন করতে পারছে না।

জলাবদ্ধতাঃ দেশে অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফরে অনেক আবাদি জমি অনাবাদি থেকে যাচ্ছে। ২০১১ সালে এক জরিপে দেশে জলাবদ্ধ জমির পরিমাণ ২.৮০ লক্ষ হেক্টর।

লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশঃ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূপরিস্থ ছাড়াও ভূগর্ভ হয়ে লবণ পানি মূল ভূভাগের দিকে প্রবেশ করছে। ক্রমান্বয়ে লবণ পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি একটি অশনী সংকেত। ফসল উৎপাদনের জন্য যেখানে গ্রহণযোগ্য লবণের পরিমাণ মাত্র ১,০০০-১,২০০ µs/cm সেখানে কোন কোন জেলায় তা প্রায় ১৮,০০০ µs/cm পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এসব মারাত্মক জাতীয় দুর্যোগে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উইং বিরাট অবদান রেখে চলেছে। সেচ কাজের পাশাপাশি বিএডিসি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ভূমিকা রেখে চলেছে। নিম্নে কার্যক্রমের বিবরণ বর্ণনা করা হলো:

* নদী-নালা, খাল-নালা ও অন্যান্য জলাশয় খনন/ পুনঃখনন করে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া এসব স্থানে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের (Rain water harvest) ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বিএডিসি'র মাধ্যমে বিগত সাত বছরে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে। এতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য চাষ, নৌ-চলাচল, বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের পুনর্ভরণে (Recharge) সহায়ক হচ্ছে। অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছে এবং অনাবৃষ্টির সময় খালের পানি দিয়ে সেচ/সম্পূরক সেচ প্রদান করে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে;
* খননকৃত খালে বিভিন্ন প্রকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে পানি আটকিয়ে রেখে সেচ কাজে ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে পানি ছেড়ে দিয়ে জমি পুনরুদ্ধার করে ফসল আবাদ করা হচ্ছে;
* বেড়ি বাঁধ/রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে বন্যা/ আকস্মিক বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ার হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে;
* ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমছে। সেচের পানির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ এবং সেনিপা (AWD) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজে পানির ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে, যা ভূগর্ভস্থ পানির নিম্নগামীতা রোধে সহায়ক হচ্ছে;
* ভূগর্ভস্থ লবণ পানির অনুপ্রবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য ১৫৮টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে 3-D DEM Map (3-Dimensional Digital Elevation Model Map) প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক লবণাক্ততার মাত্রা প্রচার করা হচ্ছে। তাছাড়া ডাগওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে লবণাক্ত এলাকায় মিঠা পানি উত্তোলন করে সবজি জাতীয় ফসলে সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে;
* খাল-নালা খনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, এতে এক ফসলি জমি দু'ফসলি এবং দু'ফসলি জমি তিন ফসলিতে রূপান্তর করা সম্ভব হচ্ছে, যা অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনে অবদান রাখছে। বেড়ি বাঁধ ও সেচঅবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পানি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে;
* বিএডিসি'র ৬টি বিভাগীয় শহরে স্থাপিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করার ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উপসংহারঃ এ দেশের ১৬ কোটি মানুষের স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন কৃষির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, ২০০৯ এর বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যহৃত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বিএডিসিতে বাস্তবায়িত "প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্পটির" বীজ উৎপাদন কর্মকান্ড আরও গতিশীল করতে হবে এবং পাশাপাশি ভাবে প্রতিকূল পরিবেশে চাষাবাদকে সফল ও লাভজনক করতে হলে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বিভিন্ন বীজ উৎপাদন কার্যক্রমের আধুনিক টেকশই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাব মোকাবেলায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জলবায়ু সহিষ্ণু জাতের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করে কৃষি ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য বিএডিসি'র প্রচেষ্ঠা অব্যাহত থাকবে। বিএডিসি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নতুন নতুন সেচপ্রযুক্তির প্রসার ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ খাদ্যের চাহিদা, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখাসহ নানা প্রতিকূলতা মাঝে সেচের উৎকর্ষতার মাধ্যমে কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশানুরূপ অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

সাফল্যের পূর্বশর্ত গতিশীল প্রশাসন

মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম (যুগ্মসচিব), সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও সচিব (অতিঃ দায়িত্ব), বিএডিসি

মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (ই.পি. অধ্যাদেশ XXXVII,১৯৬১) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে অভিহিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএডিসি'র ভিত্তি ঢাকা শহর কেন্দ্রিক হলেও এর সেবার পরিধি সমগ্র দেশে বিস্তৃত। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আরো প্রত্যন্ত এলাকায় বিএডিসি'র অফিসের সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। এক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে (বাংলাদেশ গেজেট ২২ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত) কর্পোরেশনটি পুনর্গঠন করা হয়। বিএডিসি'র সাংগঠনিক কাঠামো ৫টি উইং এর সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো প্রশাসন, অর্থ, বীজ ও উদ্যান, সার ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রসেচ উইং। প্রতিটি উইং চেয়ারম্যান, বিএডিসি মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়। পুর্নগঠন কাঠামো অনুযায়ী বিএডিসি'র জনবল ৬৮০০ নির্ধারণ করা হয় এবং এই জনবল নিয়েই সংস্থাটি সারা বাংলাদেশে কৃষি উপকরণ উৎপাদন, সংগ্রহ (ক্রয়), পরিবহন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা টেকসই করা এবং অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ যেমন: বীজ, সার সরবরাহ এবং ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের জন্য সেচের সুযোগ সৃষ্টি করারমত সেবা প্রদানের গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে। এ দীর্ঘ সময়ে বিএডিসি উন্নত বীজ, সেচ ও সার ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। যার কারণে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে খাদ্য ঘাটতি বাড়তে পারেনি বরং বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিএডিসি ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭ (স্বর্ণপদক) লাভ করে। বিএডিসিতে নতুন নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি, জি২জি পদ্ধতির মাধ্যমে সার আমদানি, বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণসহ উচ্চফলনশীল জাতের বীজবর্ধন ও বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল সহিষ্ণু জাতের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসন উইং :

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে বিএডিসি'র প্রশাসন উইং পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসন উইং এর প্রধান কাজ হচ্ছে অন্যান্য উইংসহ সমগ্র বিএডিসি'র প্রশাসনিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা। সেই সাথে এই উইং কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, তদন্ত, আইন-শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। কর্পোরেশনের স্বার্থে এ টি সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বিদেশি এজেন্সি'র সাথেও যোগাযোগ করে থাকে। প্রশাসন উইং এর কার্যক্রম তদন্ত বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, মনিটরিং বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ, নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, জনসংযোগ বিভাগ, আইন বিভাগ, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, সমন্বয় বিভাগ, চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিএডিসি'র কাজের পরিধি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায়, দেশের জনগণ তথা কৃষকের সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিএডিসি'র জনবল ৬৮০০ হতে ১০৫৮৪ এ উন্নীত করার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব ইতিমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি অনুমোদিত হলে বিএডিসি'র কর্মকান্ডে গতিশীলতা ফিরে আসবে এবং দেশের কৃষি ক্ষেত্রে আসবে অভাবনীয় সাফল্য।

অর্থ উইং :

অর্থ, হিসাব ও অডিট বিভাগ নিয়ে অর্থ উইং গঠিত। এ উইং সকল আর্থিক, হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দায়বদ্ধ। অর্থ বিভাগ সংস্থার বাজেট প্রণয়ন, প্রক্ষেপণ ও বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুমোদিত প্রকল্প ও প্রশাসনিক কর্মসূচীর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ; আনুতোষিক, ছুটিনগদীকরণ ও অন্যান্য সকল বিলের প্রস্তাব পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে মঞ্জুরী প্রদান; সংস্থার অর্থ ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ; এবং বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে সংস্থার অন্যান্য বিভাগকে মতামত প্রদানসহ বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

হিসাব বিভাগ সংস্থার সকল বিভাগের আওতায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রকল্পের বিল ভাউচার পাশ ও পরিশোধ, সব ধরণের হিসাব সংরক্ষণ, খরচের সঠিকতা যাচাই ও আনুতোষিক, প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিলসহ সকল তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে থাকে। এছাড়াও সংস্থার সকল প্রকার ব্যাংক হিসাব খোলা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহি: অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থ ছাড়করণের জন্য মহাহিসাব রক্ষকের সঙ্গে লিয়াজো এবং সর্বক্ষেত্রে সংস্থার আর্থিক বিধি-বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য।

সংস্থার চলমান অডিট কার্যক্রম পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ অডিট কর্মসূচি প্রণয়ন, অডিট কার্য সম্পাদন ও রির্পোট প্রদান; অডিট আপত্তি মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; পিএ কমিটি/বহি: অডিট/বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের বিষয়ে মতামত ও অনুমোদন প্রদান এবং বোর্ড সভায় অর্থ আত্মসাৎ ও গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়গুলো তুলে ধরাসহ বিভিন্ন কার্য অডিট বিভাগ কর্তৃক

(বাকী অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়)

(১২ পৃষ্ঠা এর পর)

সম্পাদনের মাধ্যমে সংস্থা ইহার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বীজ ও উদ্যান উইং:

বিএডিসি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার কাজ হচ্ছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত ফসলের নতুন জাতের বীজ পরিবর্ধন করা। প্রতিষ্ঠানটি মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে প্রযুক্তিগতভাবে উৎকর্ষতা ইতোমধ্যেই অর্জন করেছে। ১৯৬১ সালে মাত্র ১৩.৮ মে.টন বীজ দিয়ে বিএডিসির বীজ কার্যক্রম শুরু হয়। আধুনিক জাতের মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকের নিকট প্রতিষ্ঠানটি যেমন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তেমনিভাবে দেশে সুসংগঠিত বীজ ব্যবস্থার উন্নয়নে যথেষ্ঠ অবদান রেখেছে। বিএডিসি ২০১৫-১৬ সালে বীজ উৎপাদন খামার এবং কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের ১,৪১,০২২ মে.টন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করেছে।

বীজ ও উদ্যান উইং এর কার্যক্রমসমূহ:

* বীজনীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
* দানাজাতীয় ফসল, আলুবীজ, পাটবীজসহ অন্যান্য ফসলের ভিত্তি, প্রত্যায়িত এবং মানঘোষিত শ্রেণির বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ;
* বীজ উৎপাদনে সেবা প্রদান;
* বীজ উৎপাদনের নিমিত্ত চুক্তিবদ্ধ চাষি Block স্থাপনে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
* প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান ;

* ভিত্তি, প্রত্যায়িত এবং মানঘোষিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণ;
* ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের বীজআলু সংরক্ষণের জন্য বীজআলু হিমাগার স্থাপন;
* বীজ ডিলারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
* মানসম্পন্ন বীজ আমদানি ও রপ্তানি।
* হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ;
* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহায়তায় বীজের চাহিদা নিরূপন;
* প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে বীজ আলুসহ উদ্যান ফসলের চারা/কলম উৎপাদনে প্রশিক্ষণসহ কারিগরি সহায়তা প্রদান।

সার ব্যবস্থাপনা উইং :

* ১৯৬১-৬২ অর্থবছরে বিএডিসি ৩১,০০০ মে. টন সার দিয়ে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছর হতে বিএডিসি পুনরায় নন-ইউরিয়া সার (টিএসপি, ডিএপি , এমও পি) আমদানি, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি, সারা বাংলাদেশের ২১টি অঞ্চলের ৪৮টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে নন-ইউরিয়া (টিএসপি, ডিএপি , এমও পি) সার বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিএডিসি'র ১১২টি সার গুদাম রয়েছে যার সর্বমোট ধারণক্ষমতা ১,৫২,৭৬৬ মে. টন। বিএডিসি ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ৯.৮৮ লক্ষ মে.টন, ৯.০০ লক্ষ মে.টন এবং ৯.৯০ লক্ষ মে.টন নন-ইউরিয়া সার বিতরণ সম্পন্ন করেছে।

সার ব্যবস্থাপনা উইং এর কার্যক্রমসমূহ:

* নন-ইউরিয়া সারের বাফার মজুদ রক্ষা করা;
* সারের প্রাপ্যতা, সারের মান নিয়ন্ত্রণ ও সার আইন প্রয়োগ কার্যক্রম মনিটরিং করা;
* সরকারি ও বেসরকারি খাতের অধীনে নন-ইউরিয়া সার আমদানি কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;
* সার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা।

ক্ষুদ্রসেচ উইং:

১৯৬১-৬২ অর্থ বছরে বিএডিসি'র সূচনালগ্নে মাত্র ১৫৫৫টি শক্তিচালিত পাম্প দ্বারা সেচ কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬৭-৬৮ সালে বিএডিসি গভীর নলকূপ স্থাপন করে সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার শুরু করে এবং ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে সেচ কাজে ব্যবহার তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগভীর নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন শুরু করে। বর্তমানে দেশে ১৬৭১৭৫টি শক্তিচালিত পাম্প (এলএলপি), ৩৬৫৬৬ টি গভীর নলকূপ এবং ১৫,৪৯৭১১ টি অগভীর নলকূপ সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়াও কিছু হস্তচালিত ও সনাতন পদ্ধতির যন্ত্রপাতি দ্বারা সেচ কাজ পরিচালনা করে সর্বমোট ৫৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সারাদেশে বোরো মৌসুমে সেচ প্রদান নিশ্চিত করেছে (বিএডিসি জরিপ প্রতিবেদন ২০১৪-১৫)। বিএডিসি ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ এবং গ্র্যাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে সেচ কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ করছে। ইতোমধ্যে ৪টি রাবার ড্যাম নির্মিত হয়েছে এবং রাবার ড্যাম ও হাইড্রলিক এলিভেটেড ড্যাম স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএডিসি ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ১১টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করেছে। এছাড়া বিএডিসি সেচ ব্যবস্থাপনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেচ পানি ব্যবহার বিষয়টি কৃষকের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। বর্তমানে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে বিএডিসি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

ক্ষুদ্রসেচ উইং এর কার্যক্রমসমূহ

* খাল-নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে সেচ এর জন্য ভূপরিস্থ পানির সংরক্ষণ ও পানি নিষ্কাশন ;
* বিভিন্ন ধরনের হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি ও ভূপরিস্থ পানির সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি;
* বিভিন্ন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল ও বিদ্যুৎচালিত লো লিফট পাম্প এবং ফোর্সমোড পাম্প স্থাপন;
* যে সকল জায়গায় ভূগর্ভস্থ পানি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের সাকশন লিমিট এর নিচে থাকে সে সকল স্থানে ফোর্সমোড পাম্প স্থাপন করা হয়;

(বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়)

* পানির অপচয় কমানোর জন্য সারফেস ও সাব সারফেস সেচ নালা (ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন) নির্মাণ;
* ছোট নদী ও খরস্রোতা খালে রাবার ড্যাম এবং হাইড্রলিক এলিভেটেড ড্যাম নির্মাণ;
* পুরাতন ডিপ টিউবওয়েলসমূহ পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
* সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্পের সূচনা (নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার);
* সেচ চার্জ আদায় এবং পানির যথাযথ ব্যবহার এর জন্য স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন;
* অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডারের মাধ্যমে সেচযন্ত্রের জরিপ ও পরিবীক্ষণ, সেচকৃত এলাকা এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং এবং ডাটা লগার ও ডাটাবেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
* জলবায়ু পরিবর্তন ও অদূর ভবিষ্যতে এর প্রভাব স্বরূপ উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ডাটা বেজ তৈরি করা পুরস্কার ও স্বীকৃতি নানামুখী কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএডিসি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

* ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৭-এ স্বর্ণপদক।
* জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা-২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫: প্রথম পুরস্কার।
* বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে খাদ্য মেলা-২০১৫,২০১৬: প্রথম পুরস্কার।
* কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৩: প্রথম পুরস্কার।
* জাতীয় বীজ মেলা-২০১১,২০১২: প্রথম পুরস্কার।
* বীজ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় বীজ সম্মেলন মেলা-২০০৮: প্রথম পুরস্কার।
* বিশ্ব খাদ্য দিবস মেলা-২০০৬: প্রথম পুরস্কার।
* ঢাকা রপ্তানি মেলা-১৯৭৭, ১৯৭৯ ও ১৯৮১: প্রথম পুরস্কার।
* The Reflector Award-2013।

ভবিষ্যৎ লক্ষ্যঃ

* ২০২১ সালের মধ্যে বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহের পরিমাণ ২,৫০,০০০ মে.টন এ উন্নীত করা;
* বিএডিসি'র ২০২১ সালের মধ্যে সেচ এলাকা ৫৪.৮৮ লক্ষ হেক্টর থেকে ৬০ লক্ষ হেক্টর এ (বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর) উন্নীতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। একইসাথে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে উক্ত পানি দ্বারা সেচ কাজ পরিচালনা করা, সেচ দক্ষতা ৩৫% থেকে ৫০% এ উন্নীতকরা। ফলন পার্থক্য ৩ টন/হেক্টর থেকে ১ টন/হেক্টর এ আনার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রি পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে গভীর নলকূপ, সেচযন্ত্রের জরিপ ও পরিবীক্ষণ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরিবীক্ষণ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ পানি অনুপ্রবেশ পরিবীক্ষণ করার পরিকল্পনা রয়েছে;
* ২০২০-২১ সালের মধ্যে আমদানি ও নন ইউরিয়া সার বিতরণের বিদ্যমান ৯.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে দ্বিগুণ করে ২০.০ লক্ষ মেট্রিক টন করা হবে। এছাড়া ইউরিয়া সার আমদানি এবং সার বিক্রেতা সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

উপসংহারঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান বীজের চাহিদা যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবন এবং বীজের মান নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে অপরিহার্য। সে কারণে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং এ বীজের মান নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জনবল কাঠামোর অনুমোদনসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। একইভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে রাসায়নিক সারের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএডিসি রাসায়নিক সারের (নন ইউরিয়া) সিংহভাগ বিদেশ হতে আমদানী করে। আমদানীকৃত সার সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম বর্তমানে বিএডিসির নেই। সে কারণে নতুন সার গুদাম স্থাপনসহ প্রয়োজন এবং গুদামসহ বিএডিসি'র অন্যান্য স্থাপনা লিজ/ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভূগর্ভস্থ পানির স্থর সঠিক রাখার লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সেচ কার্য সম্পাদন করাই বর্তমানে বিএডিসির সেচ উইং এর অন্যতম প্রধান কাজ। আর এ কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে সেচ উইং এর প্রকৌশলীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সারা দেশে বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উইং এর অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এ নাজুক অবকাঠামো সমূহের আশু উন্নয়ন প্রয়োজন। বিএডিসি দেশের জনগণ তথা কৃষকের কাছে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেবা প্রদান করে আসছে। আর সে কারণেই বাংলাদেশ যেখানে খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল সেখানে বিএডিসির অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বাংলাদেশ খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। গতিশীল প্রশাসন ব্যতীত এ সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। আর গতিশীল প্রশাসন তখনই সম্ভব যখন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদ্যমান বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারু ভাবে সম্পাদন করবে। প্রশাসনিক গতিশীলতা বজায় রেখে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও কৃষি ক্ষেত্রে অবদান রাখাই হবে বিএডিসির অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আর গতিশীল প্রশাসন।

গত অর্থ বছরে বিএডিসি ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৬৫ মে. টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করেছে

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিজস্ব খামারে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৬৫ মে. টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করেছে। উৎপাদনকৃত ধানবীজের মধ্যে আউশ ১ হাজার ৭৭ মে. টন, আমন ১৯ হাজার ৫৬০ মে. টন, বোরো ৬০ হাজার ৫৯১ মে. টন ও বোরো হাইব্রিড ৪৭৫ মে. টন সহ মোট ৮১ হাজার ৬৮৫ মে. টন ধান বীজ রয়েছে। এছাড়া গম বীজ ১৬ হাজার ৫৩২ মে. টন, ভূট্টা বীজ ৫ মে. টন। অন্যান্য বীজের মধ্যে পাট বীজ ৮৮০ মে. টন, আলু বীজ ২৬ হাজার ৩১৫ মে. টন, ডাল বীজ ১ হাজার ৬৯৯ মে. টন, তৈল বীজ ১ হাজার ৫৬৭ মে. টন, সবজি বীজ ৮৭ মে. টন ও মসলাবীজ ৯৫ মে. টন। সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প/কর্মসূচি'র বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কাজের একক	বাস্তবায়িত কাজের পরিমান		বাস্তবায়িত কাজের সর্বমোট পরিমান (প্রকল্প+কর্মসূচি)
			প্রকল্প	কর্মসূচি	
১।	খাল খনন/পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৫০৩	২৬.৭৫	৫৮০
২।	বেড়ী বাঁধ নির্মাণ (সকল)	কিঃমিঃ	১১.৬০	৩.১৫	১৪.৭৫
৩।	ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ	কিঃমিঃ	১২.০৮	২৪	৩৬.০৮
৪।	গভীর নলকূপ পূর্নবাসন	সংখ্যা	১৯৪	১০	২০৪
৫।	গভীর নলকূপ খনন/স্থাপন	সংখ্যা	১২৯	-	১২৯
৬।	অগভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	-	-	-
৭।	সেচনালা নির্মাণ ভূগর্ভস্থ (বারিড পাইপ)	কিঃমিঃ	৫৭২.৪৫	-	৫৭২.৪৫
৮।	শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	৪৩৩	২০	৪৫৩
৯।	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (সকল)	সংখ্যা	২২৭	২৩৬	৪৬৩
১০।	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ/বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৬২৩	৭	৬৩০
১১।	ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	-	১৪
১২।	পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৫	-	১৫৫
১৩।	সাবমার্সড ওয়ার নির্মাণ	সংখ্যা	১	-	১
১৪।	স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৫৩২	-	৫৩২
১৫।	ওভার হেড আরসিসি নালা নির্মাণ	মিটার	-	-	-
১৬।	ফিতা পাইপ ক্রয় ও সরবরাহ	মিটার	৪৩২০০	-	৪৩২০০
১৭।	প্রশিক্ষণ কৃষক/ফিল্ডম্যান/ম্যানেজার	সংখ্যা	৪৬১৪	৬০০	৫২১৪
১৮।	সেমিনার/কনফারেন্স	জন	১০	-	১০
১৯।	পুকুর খনন	সংখ্যা	৫৪	২	৫৬

নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট ধানবীজের সংগ্রহ ও বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর ''বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটির ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৬-১৭ বর্ষে উৎপাদিত নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট (কুদরত) ধানবীজের সংগ্রহ মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্রম নং	বীজের জাত	মৌসুম	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)
০১	নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট (কুদরত)	আউশ, আমন, বোরো	মানঘোষিত	৩১.০০(একত্রিশ)	৩৪.০০ (চৌত্রিশ)

আউশ ধান বীজের সংগ্রহমূল্য

১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে কৃষি ভবনস্থ পর্ষদ কক্ষে অনুষ্ঠিত ''মূল্য নির্ধারণ কমিটি''র সভায় ২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে বিভিন্ন জাত ও শ্রেণির আউশ ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নরূপ ভাবে নির্ধারণ করা হয়ঃ

ক্রম নং	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
০১	সকল জাত	ভিত্তি	৩৪.০০ (চৌত্রিশ)
		প্রত্যয়িত/ মানঘোষিত	৩০.০০ (ত্রিশ)

অগ্রহায়ণ- পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ মাস ঃ

নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধান ঃ

আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তুপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডেন থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য ও কার্যক্ষমতা ও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কাটার আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত তথা- খাটো, লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাকান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান ঃ

বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উঁচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতে চারার বাড়ন্ত কমে গেলে ভোরে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে প্লাবন সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গম ঃ

এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপণ করতে পারলে ভালো হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টরে প্রতি ৫ কেজি কমে যেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরূপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার নিয়ম-মাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভোক্ত বা অন্য ছত্রাক-নাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি এবং সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলু ঃ

এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তম রূপে জমি প্রস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০ ঃ ১২০ ঃ ১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টি এস পি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল সার দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি ঃ

ইতোপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সবজির বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজ ঃ

ইতিমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌবক্স ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী মটর ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলের খুব একটা পোকামাকড় হয় না। রোগবালাই দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবিন ও বাদাম বীজবপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাস ঃ

এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শেঁকড় ছিড়ে না যায় । ২/১ টি সুস্থ সবল চারা লাইনে লাগাতে হবে। সব চারা না বাঁচলে শুণ্যস্থান পূরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গম ঃ

গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমন হয় না।

আলু ঃ

আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলুর আগাম ধ্বসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমণে প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংরক্ষণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিষোধক রূপে রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন -৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল বীজ ঃ

সরিষা ফসলে (দীর্ঘ মেয়াদীজাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষার জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়া-খালী অঞ্চলে এ সময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসল ঃ

এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে সবজি ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

বিএডিসি'র গাজীপুরের কাশিমপুরে টিস্যুকালচার ল্যাবে আলু বীজের প্লান্টলেট কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন কৃষিসচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও যুগ্মপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) ড. মোঃ রেজাউল করিম

বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ এর বিদায় উপলক্ষ্যে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র কৃষিভবনে ডে কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন সংস্থার সচিব (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র কৃষিভবনে ডে কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করছেন সংস্থার সচিব (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানকে নিজের লেখা কবিতার বই উপহার দিচ্ছেন সবজি বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সিবিএ সহসভাপতি জনাব মোঃ শামছুল হক

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএআরসি চত্বরে আয়োজিত খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএআরসি চত্বরে আয়োজিত খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

হাইব্রিড ধান ও হাইব্রিড ভুট্টা সম্পর্কে আলোচনা করছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ড. আবেদ চৌধুরী

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মাঝে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএআরসি মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএআরসি মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএআরসি মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এমপি

চিত্রে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল

হাইব্রিড ধান বীজ

ডাল ও তৈল বীজ

রাবার ড্যামের মডেল

ভূগর্ভস্থ সেচনালার (বারিড পাইপ) মডেল

বিভিন্ন প্রকার ফলমূল

বিভিন্ন প্রকার চারা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।